সমকাল

তারিখ - 09 APR 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

এমপিওভুক্তির জন্য এত অনিয়ম!

■ বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি

এমপিওভুক্তির জন্য রাজশাহীর বাঘা উপজেলা সদরে শাহদৌলা ডিগ্রি কলেজে শিক্ষকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদানের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, ২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর ওই কলেজে ইতিহাস বিষয়ে প্রভাষক পদে সুখী পাণ্ডেকে নিয়োগ দেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। অথচ নিয়োগের পর ২০০৭ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে ইতিহাস বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাস করেন তিনি। রাজশাহী কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান প্রফেসর সাদিকা হাসনা তার পাসের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বাঘা শাহদৌলা ডিগ্রি কলেজ

২০০৫ সালের ৭ মার্চ সাচিবিক বিজ্ঞান বিভাগে নিয়োগ দেওয়া হয় তৃতীয় শ্রেণীতে বিএ পাস শামসুদ্দিনকে। এই বিভাগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি না থাকায় ২০০৬ সালের ১৯ এপ্রিল ম্যানেজমেন্ট বিভাগে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সাদেক হোসেনকে প্রথমে সাচিবিক বিদ্যা বিভাগে নিয়োগ দেওয়া হয় ২০০৫ সালের ১০ মার্চ। পরে ক্রীড়া শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় ২০১১ সালের ১ মার্চ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক আমিরুল ইসলামের ব্যাপারে একই রকম অনিয়ম হয়েছে।

কলেজের সিনিয়র শিক্ষক মাজদার রহমান, তাহমিদুর রহমান, জাহাঙ্গীর হোসেনসহ কয়েকজন শিক্ষক জানান, নিয়মবহির্ভূতভাবে যাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তাদের নিবন্ধন নেই। অথচ এমপিওভুক্ত প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপকের তালিকায় আমিরুল ইসলাম, শামসুদ্দিনের যোগদান দেখানো হয়েছে ২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর। সমাজবিজ্ঞান বিভাগে মমতাজ মহল মহুয়ার যোগদান দেখানো হয়েছে ২০০৫ সালের ৯ মার্চ। এ ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ও নিবন্ধন ছাড়াই বেতন ভোগ করছেন লাইব্রেরিয়ান পদে আনোয়ার হোসেন, সহকারী লাইব্রেরিয়ান মনিকা আক্তারি। নিয়োগ পেলেও কলেজে না এসে ব্যাংকে চাকরি করছেন মনিকা। তারা কেউ লাইব্রেরি সায়েন্সের শিক্ষার্থী নন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। এমপিওভুক্তির স্বার্থে এ ধরনের অনিয়ম করে নিয়োগ দেখানো হয়েছে। এ অনিয়মের বিরুদ্ধে ৩১ জন স্বাক্ষরিত একটি লিখিত অভিযোগপত্র শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব ও দুর্নীতি দমন কমিশনে পাঠানো হয়েছে।

কলেজের অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাকের বিরুদ্ধে এসব অনিয়মের প্রশ্রয়দাতা হিসেবে অভিযোগ থাকায় ৩ এপ্রিল তার চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন খণ্ডিত করে কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কলেজের অধ্যাপক অরবিন্দকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক দাবি করেন, তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার।